দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ১১ জুন ২০০৯
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

আইলায় আটকানো বাঁধ আবার ভেঙে দুর্দশা এখন চরমে

বৃহত্তর খুলনার দেড় লাখ শিক্ষার্থীর লেখাপড়া বন্ধ

আশাশুনিতে আশ্রয় কেন্দ্রের ছাদ ভেঙে মহিলা নিহত, ৩ জন আহত

আবু হেনা মুক্তি : ঘূর্ণিঝড় আইলা'র আঘাতে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরাসহ উপকূলীয় দুর্গত এলাকার ১০ লক্ষাধিক মানুষের দুর্ভোগের শেষ নেই। মানুষ সেখানে চরম মানবেতর জীবন-যাপন করছে। খুলনার উপকূলীয় এলাকার প্রায় দেড়লাখ শিক্ষার্থীর লেখাপড়া বন্ধ। হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানির নীচে তলিয়ে থাকায় এবং অনেক জায়গায় এগুলোকে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করায় এসব কলেজ, স্কুল, মাদরাসায় লেখাপড়াসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। অপরদিকে এই পূর্ণিমার গোনে অনেক তাৎক্ষণিকভাবে আটকানো বাঁধ আবার ভেসে গেছে। প্রতিনিয়ত মানুষ আশ্রয়ের খোঁজে এলাকা ছাড়ছে। চারদিকে শুধু এখনও পানি আর পানি। রয়েছে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ও ত্রাণসামগ্রীর তীব্র সংকট। সরকারীভাবে টিআরে ১৪ কেজি চাল ছাড়া

পৃঃ ১৫ কঃ ৪

বৃহত্তর খুলনার দেড় লাখ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উপজেলা লোকজন তেমন কোন ত্রাণসামগ্রী পাচ্ছে না। ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে প্রতিনিয়ত অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে। খুলনার দাকোপ উপজেলার শিবসা ও নলীয়ান নদীর বাঁধ ভেঙে সুতারখালী ইউনিয়নের সমগ্র এলাকা পানিতে তলিয়ে যায়।

খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ডায়রিয়া মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সরকারের মেডিকেল টিম প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছাতে পারছে না। বিশুদ্ধ পানির অভাবে ছটফট করছে মানুষ। থাকার জায়গা নেই। ঘরে খাবার নেই। রিলিফের চাল পেলেও রান্নার উপকরণ নেই। এমন কি কোথায় রান্না করবে সে শুকনো জায়গাটুকুও নেই। সাতক্ষীরার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিশুদ্ধ পানি কোথাও কোথাও সরবরাহ করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। বাধ্য হয়েই ক্ষতিগ্রস্তরা যেখানে সেখানে মলত্যাগ করছে। ফলে ডায়রিয়া তাদের পিছু ছাড়ছে না বলেই ডাক্তাররা জানান।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত ২৫ মে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আইলা'র আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় উপকূলীয় জনপদ। প্রবল জোয়ারে ভেসে যায় ঘর-বাড়ী, আসবাবপত্র, বই-খাতা-কলম। বহু মানুষ হতাহত হয়। খুলনা বিভাগীয় অফিস সূত্র জানায়, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট অঞ্চলের ১ হাজার ৩৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত। এর মধ্যে প্রায় ১ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানির নীচে রয়েছে। খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার ৫৯৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পানির নীচে রয়েছে। এর মধ্যে খুলনা কয়রা ৯৮টি, ডুমুরিয়া ৩টি, দাকোপে ৩৯টি, বটিয়াঘাটায় ৪৮টি এবং পাইকগাছায় ১১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘূর্ণিঝড় আইলায় প্লাবিত হয়। এছাড়া সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় ২টি, দেবহাটা ১৮ শ্যামনগর টি, আশাশুনিতে ৩৭টি, কালিগঞ্জ ৮টি, সাতক্ষীরা সদরে ১টি, বাগেরহাট জেলার মংলায় ৩২টি, মোড়েলগঞ্জ উপজেলায় ৫৫টি, মংলায় ১৫টি, রামপালে ১২টি ও বাগেরহাট সদরে ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্লাবিত হয়। এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া এ তিনটি জেলায় ২৮৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় কেন্দ্র থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এছাড়া এ তিনটি জেলায় ৪টি শিক্ষা অফিস পানিবদ্ধ থাকায় কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, আইলা'র আঘাতে ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। অপরদিকে আইলায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত কয়রা, দাকোপ, পাইকগাছা ও শ্যামনগর এলাকার ৯৫ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। দ্রুত পানি নেমে গেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মেরামতের কাজ দ্রুত শুরু করা হবে।

কয়রা উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের মধ্যে ৬টি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নগুলো হচ্ছে, মহেশ্বরীপুর, দক্ষিণ বেদকাশি, উত্তর বেদকাশি, কয়রা, মহারাজপুর ও বাগালী। ঝড়ের সাথে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে এসব ইউনিয়নের নদী তীরবর্তী বাঁধ ভেঙে গেছে। বাঁধ ভেঙে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মহেশ্বরীপুর ও দক্ষিণ বেদকাশি ইউনিয়ন। এ দুটি ইউনিয়ন দেখে [illegible] মহেশ্বরীপুর ইউনিয়নের দু'একটি গ্রাম বাদে সবগুলো এখনও পর্যন্ত পানির নীচে। ইউনিয়নের ৪০ হাজার মানুষের মধ্যে কমপক্ষে ৩৫ হাজার বাড়ী ছাড়া। এখন পর্যন্ত প্রতিনিয়ত জোয়ার-ভাটা হচ্ছে। জোয়ারের পানি মানুষের বাড়ীতে প্রবেশ করছে। কোথাও কোথাও ঘরের মধ্যে ঢুকছে। মহেশ্বরীপুর ইউনিয়নের ভেঙে যাওয়া তিনটি বাঁধ মেরামত করা হলে অধিকাংশ মানুষ স্ব স্ব বাড়ীঘরে ফিরতে পারবে বলে দুর্গতরা জানিয়েছেন।

কয়রার বিভিন্ন ইউনিয়নের ভেঙে যাওয়া বাঁধ মেরামতের জন্য প্রথম কাজের মতো পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুকূলে সাড়ে পঁচিশ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সব ইউনিয়নে কাজ করা হবে এমন ধারণা ছিল ক্ষতিগ্রস্তদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। কাজ করা হচ্ছে তিনটি ইউনিয়নে। আর একটি ইউনিয়নে হচ্ছে সামান্য কাজ। মোটেই হচ্ছে না দুটি ইউনিয়নে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূত্র মতে, ১৪টি কমিটি গঠন করা হয়েছে বাঁধ মেরামতের কাজ করার জন্য। গঠিত কমিটির মধ্যে কয়রা ইউনিয়নের পাঁচটি, উত্তর বেদকাশিতে তিনটি, দক্ষিণ বেদকাশিতে পাঁচটি ও মহারাজপুরে একটি কাজ করবে।

এদিকে গতকাল আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত পাইকগাছা থানার ৪নং দেলুটী ইউনিয়নের ১৩শ' পরিবারের মাঝে বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন অফ লেপ্রসী ওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট এন্ড হিউম্যান ঢাকা এর অর্থায়নে ও বাংলাদেশ ইঞ্জিন এন্ড বাক হেড বোট ওনার্স এসোসিয়েশনের সার্বিক সহযোগিতায় ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

আশ্রয় শিবিরের ছাদ ভেঙে মহিলার মৃত্যু

জিএম মুজিবুর রহমান, আশাশুনি (সাতক্ষীরা) থেকে : আশাশুনি সদরে আশ্রয় শিবিরের ছাদ ভেঙে ১ মহিলা মারা গেছে এবং অপর ৩ জন আহত হয়েছে। আইলায় আশাশুনি উপজেলার ৬ ইউনিয়ন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এ সময় উপজেলা সদরের মানিকখালী ও ওই গ্রামের ঘর-বাড়ী হারা মানুষ উপজেলা পরিষদের পরিত্যক্ত ভবনে আশ্রয় নেয়। গত ৯ জুন রাত ১২টার দিকে 'কামিনী' নামের ঐ ভবনের ২য় তলায় আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের উপর জরাজীর্ণ ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়লে মানিকখালি গ্রামের অরবিন্দ সরদারের স্ত্রী করুণা (৪৫), মৃত হোসেন গাজীর স্ত্রী আয়মন (৬০), শম্ভু সরদারের পুত্র অরবিন্দ (৫৫), মৃতঃ মদন চন্দ্রের স্ত্রী বেবী দাসী আহত হয়। আহতদের রাতে আশাশুনি হাসপাতালে ভর্তির পর অবস্থার অবনতি ঘটলে করুণা দাসীকে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

বোরহানউদ্দিনে বেড়ীবাঁধ সংস্কার ও নির্মাণে সেনা তত্ত্বাবধানের দাবী

মোঃ রিয়াজ, বোরহানউদ্দিন থেকে : ভোলার বোরহানউদ্দিনে ঘূর্ণিঝড় আইলা'র প্লাবিত এলাকাবাসী চান সেনা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে বেড়ীবাঁধ সংস্কার ও নির্মাণ হোক। সে সাথে তারা স্থানীয়দের এর সাথে সম্পৃক্ত রাখার দাবী জানান। বেড়ী বাঁধের সংস্কার এবং নির্মাণ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পিআইও এসএম রুহুল আমিন জানান, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় বোরহানউদ্দিনে ৭২৫ মেট্রিক টন গম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।